বর্ষার আগমনের সাথে সাথে
রোহিঙ্গাদের শেল্টার নিয়ে
দুশ্চিন্তা বেড়ে গেছে

বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ৪১ × মঙ্গলবার, ২৮ জুলাই ২০২০

কোভিড-১৯ সম্পর্কে তথ্য অনেকের কাছে পৌঁছেছে, তবে সকলের কাছে নয়:

ধর্মীয় ও সম্প্রদায়ের নেতাদের আরো তথ্য প্রয়োজন

সূত্র: ক্যাম্পের মানুষদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা, বিশেষত কোভিড-১৯ সম্পর্কে তাদের তথ্যের চাহিদা বোঝার জন্য বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স ক্যাম্পের রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ৫ জন পুরুষ, ৪ জন নারী, ৪ জন ইমাম এবং ৩ জন মাঝির ফোনে সাক্ষাৎকার নিয়েছে। সাক্ষাৎকারগুলি ১৩ এবং ১৪ জুলাই নেয়া হয়েছিল।

রোহিঙ্গা জনসাধারণ, ইমাম এবং মাঝিদের সাম্প্রতিক মতামত থেকে মনে হয় যে ক্যাম্পের বেশিরভাগ মানুষ করোনাভাইরাসের ঝুঁকির ব্যাপারে সচেতন। আমরা যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাদের সকলেই ভাইরাসটি সম্পর্কে জানেন এবং বেশিরভাগই নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে কী করতে হবে সে ব্যাপারে সচেতন। তবে অনেকেই বলেছেন যে তাদের কাছে প্রয়োজনীয় সব তথ্য নেই।

করোনাভাইরাস নিয়ে উদ্বেগ এবং তথ্যের সূত্র

সাক্ষাৎকারে বেশিরভাগ রোহিঙ্গা নারীপুরুষ এবং ধর্মীয় ও সম্প্রদায়ের নেতারা জানিয়েছেন যে তারা করোনাভাইরাস পরিস্থিতি এবং তাদের পরিবার ও সম্প্রদায়ের ওপর তার প্রভাব নিয়ে চিন্তিত। তবে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে রোহিঙ্গা পুরুষরা খানিকটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন এবং তাদের পাঁচ জনের মধ্যে চার জন বলেছেন যে ক্যাম্পে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা কম হওয়ায় তারা খানিকটা আশাবাদী। তবে সাক্ষাৎকারে নারীরা সকলেই বলেছেন যে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে তারা ভীত।

রোহিঙ্গা পুরুষরা বলেছেন যে তারা এনজিও, ইন্টারনেট, চায়ের দোকানে আড্ডা, রেডিও, লাউডস্পিকার অথবা মেগাফোনে ঘোষণা ইত্যাদি বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য পাচ্ছেন। নারীদের মধ্যে ৩ জন বলেছেন যে তারা তাদের করোনাভাইরাসের ব্যাপারে তথ্য জানার তেমন বেশি উপায় নেই এবং তারা প্রধানত লাউডস্পিকার ও মেগাফোনে ঘোষণা (তাদের পছন্দের মাধ্যম) এবং প্রতিবেশীদের কাছ থেকেই এই ব্যাপারে তথ্য পান। যেহেতু অডিও বার্তা সাধারণত এনজিও-র মতো প্রাতিষ্ঠানিক সূত্র থেকে দেয়া হয়, তাই রোহিঙ্গারা (এই গবেষণা এবং *'যা জানা জরুরি'*র সংখ্যা ৩৯ থেকে) অন্যান্য সাধারণ সূত্রের তুলনায় সেই তথ্যকে আরও সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন।

সাক্ষাৎকারে দেখা গেছে ইমাম, মাঝি, পুরুষ ও নারী সকলেই কোভিড-১৯ সংক্রান্ত মূল শব্দগুলো ভালোভাবে বুঝতে পারেন। যেমন *'কোয়ারেন্টাইন'* (mainshore alog gori rakon), *'সেলফ-কোয়ারেন্টাইন'* (nize baze alog oi takon), *'আইসোলেশন'* (coronavirus oile sira gori rakon) এবং *'আইসোলেশন কেন্দ্র / ফ্যাসিলিটি'* (coronavirus oile sira gori rakibar zaga) ইত্যাদি শব্দের রোহিঙ্গা অনুবাদ তারা বুঝতে পারেন।

মানুষ তথ্যের জন্য ধর্মীয় এবং সম্প্রদায়ের নেতাদের দ্বারস্থ হচ্ছেন

"মানুষ আমাকে সাধারণত করোনাভাইরাসের লক্ষণ আর সংক্রমণের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে।"

– মাঝি, ৪৪-৪৬, ক্যাম্প ১

"সাধারণত অসুস্থ হলেই মানুষ আমার কাছে বিভিন্ন তথ্য জানতে আসে। তারা করোনাভাইরাসের লক্ষণ আর কেউ আক্রান্ত হলে কী করতে হবে তা জানতে চায়। আমার মনে হয় মানুষজন ভাইরাসের ব্যাপারটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে। ভাইরাস থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া যায় তা নিয়ে তারা চিন্তিত।"

– ইমাম, ৪০-৪৩, ক্যাম্প ১

"আমরা করোনাভাইরাস সম্পর্কে তথ্য দিই। আমরা মানুষের জমায়েত দেখলে অথবা মানুষ মসজিদে এলে তথ্য দিই।"

– মাঝি, ৩৭-৩৯, ক্যাম্প ১২

মাঝি এবং ইমামরা উল্লেখ করেছেন যে ক্যাম্পের মানুষ তাদের কাছে প্রায়শই করোনাভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য জানতে আসছেন। তারা বলেছেন যে বিভিন্ন গুজব এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে মানুষ বিশেষত ভাইরাস কীভাবে ছড়ায় এবং তার লক্ষণ কী তা জানতে চাইছে। মাঝি এবং ইমামরা জানিয়েছেন যে তারা বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য পেয়েছেন, বিশেষত এনজিও এবং সিআইসি-র কাছে থেকে। তাদের বেশিরভাগই বলেছেন যে তারা এদের দেয়া নির্দেশনা মেনে নিয়েছেন এবং সেই তথ্য কমিউনিটির মানুষকে জানিয়েছেন। যদিও একজন মাঝি সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন না যে ক্যাম্পে কেউ কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছে এবং স্বাস্থ্য সেক্টরের অন্যতম প্রধান এনজিও-র দেয়া পরামর্শ নিয়েও তার মনে সন্দেহ রয়েছে। একজন ইমাম এই ভ্রান্ত ধারণা জানিয়েছেন যে, সম্প্রতি যে বৃষ্টি হয়েছে তাতে ক্যাম্প থেকে কোভিড-১৯ ধুয়ে গেছে।

"মানুষ আমাকে মূলত জিজ্ঞেস করে যে আসলে করোনাভাইরাস বলে সত্যিই কিছু আছে কিনা, নাকি এটা আমাদের ক্যাম্পে পাকাপাকিভাবে আটকে রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকারের একটা পরিকল্পনা। ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এনজিও হাসপাতালে গেলে মানুষকে মেরে ফেলা হবে — এই ধরণের গুজব নিয়েও মানুষ আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে।"

– মাঝি, বয়স ৩৭-৩৯, ক্যাম্প ১২

"আমার মনে হয় ক্যাম্পে করোনাভাইরাস নেই কারণ বৃষ্টিতে ভাইরাস ধুয়ে চলে গেছে। আমি ক্যাম্পের কাউকে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হতে দেখিনি।"

– ইমাম, বয়স ৫৪-৫৬, ক্যাম্প ৩

"আমি মনে করি করোনাভাইরাসে সংক্রমণের সম্ভাবনা এখন কমে আসছে। ক্যাম্পে কিছু নিশ্চিত কেসের কথা শুনেছিলাম, কিন্তু এখন আর নেই।"

– ইমাম, বয়স ৩০-৩৩, ক্যাম্প ১

"আমার মনে হয় ক্যাম্পে আমরা করোনাভাইরাস নিয়ে তেমন ভয় পাচ্ছি না। আমি ক্যাম্পে কাউকেই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হতে দেখিনি।"

– মাঝি, বয়স ৩৭-৩৯, ক্যাম্প ৪

কমিউনিটির তথ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য মাঝি ও ইমামদের প্রয়োজনীয় তথ্য দেয়া জরুরি

সাক্ষাৎকার দাতাদের সকলে সমানভাবে উদ্বিগ্ন না হলেও, তাদের সকলেই নিজেদের ও কমিউনিটির ওপর করোনাভাইরাসের ঝুঁকির ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। মাঝি ও ইমামরা বলেছেন যে রোহিঙ্গারা নিয়মিতভাবে তাদের কাছে কোভিড-১৯ সম্পর্কে তথ্য জানতে অথবা গুজবের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আসছেন। তবে সব নেতাদের কোভিড-১৯ সম্পর্কে পরামর্শ দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও স্পষ্ট ধারণা নেই এবং তাদের মধ্যে বেশিরভাগই আরো নিয়মিত ও বিস্তারিত আপডেট পেতে চেয়েছেন। কমিউনিটিতে তথ্যদাতা হিসেবে তাদের দেয়া তথ্য যাতে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সঠিক হয় তা গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজে তাদের সহায়তা করার জন্য মাঝি ও ইমামদের কীভাবে কমিউনিটির তথ্যের চাহিদা পূরণ করবেন সেই নির্দেশনা এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট দেয়া জরুরি।

বর্ষার আগমনের সাথে সাথে রোহিঙ্গাদের শেল্টার নিয়ে দুশ্চিন্তা বেড়ে গেছে

রোহিঙ্গারা গত ২-৩ মাসে মূলত কাগজপত্র সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, তবে সম্প্রতি তারা শেল্টারের ব্যাপারে আশংকাও জানিয়েছেন।

সূত্র: ২০২০ সালের এপ্রিল ও জুন মাসের মধ্যে সেভ দ্য চিলড্রেন, ডিআরসি এবং ইউএনএইচসিআর কর্তৃক ১ই, ১ডব্লিউ, ২ই, ২ডব্লিউ, ৩, ৪, ৪ এক্সটেনশন, ৫, ৬, ৭, ৮ই, ৮ডব্লিউ, ১১, ১২, ১৮, ২০, ২০ এক্সটেনশন, ২৬, কুতুপালং রেজিস্টার্ড ক্যাম্প এবং নয়াপাড়া রেজিস্টার্ড ক্যাম্প থেকে সংগৃহীত কমিউনিটির মতামত (বেস: ১০,২৬১)। যে উদ্বেগগুলি তুলে ধরা হয়েছিল তা আরো ভালভাবে বুঝতে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন বিভিন্ন ক্যাম্পের মানুষদের সাথে কথা বলেছে। গত দুই সপ্তাহে টেলিফোনে সাতটি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে: রোহিঙ্গা পুরুষদের সাথে তিনটি এবং নারীদের সাথে চারটি।

গত ২-৩ মাস ধরে রোহিঙ্গারা বলছেন যে তাদের শেল্টার নিয়ে প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সম্প্রদায়ের মতামতে দেখা গেছে মানুষ শেল্টার ও শেল্টার নির্মাণের সামগ্রী নিয়ে বিভিন্ন ধরনের উদ্বেগের ব্যাপারে জানিয়েছেন। অনেকে বলেছেন যে ভূমিধ্বসে তাদের শেল্টারের দেয়াল ও ছাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তারা তাদের শেল্টার স্থানান্তরের জন্য সহায়তা চেয়েছেন। কিছু মানুষ বলেছেন যে তাদের শেল্টার আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং মেরামতের জন্য শেল্টার মেরামতের কিট, বাঁশ এবং/অথবা তেরপল প্রয়োজন। কমিউনিটির মতামতের ডেটায় আরও দেখা গেছে যে ৮ই, ৮ডব্লিউ এবং ১২ নম্বর ক্যাম্পের বাসিন্দাদের শেল্টার নিয়ে উদ্বেগ অন্যদের তুলনায় বেশি।

সময়ের সাথে সাথে কাগজপত্র এবং শেল্টার নিয়ে উদ্বেগ

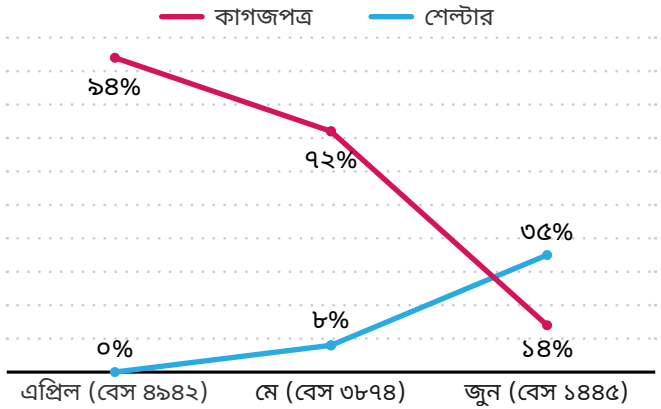

টেলিফোনে দেয়া সাক্ষাৎকারে রোহিঙ্গা পুরুষ ও নারী, উভয়ই শেল্টার নিয়ে সমস্যার কথা জানিয়েছেন। তারা বলেছেন যে বর্ষায় তাদের শেল্টারের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেছে। অনেকেই বলেছেন যে আগে থেকেই তেরপল ও বাঁশ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে অথবা শেল্টারের চারপাশের ঢালের মাটি ক্ষয়ে যাওয়ার কারণে শেল্টারের অবস্থা খারাপ ছিল, আর এখন বৃষ্টির পানি শেল্টারের ভিতরে ঢুকে যাওয়ায় তাদের সেখানে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

> “বৃষ্টি হলে আমাদের ঘরের মধ্যে পানি পড়ে। শেল্টার যা দিয়ে তৈরি তা সব পুরনো হয়ে গেছে, তেরপল ছিঁড়ে গেছে আর ঘুণ ধরে বাঁশ নষ্ট হয়ে গেছে। তাই এখানে থাকা কঠিন হয়ে উঠেছে। অনেক সময় আমাদের প্রতিবেশীর বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়।”
>
> – নারী, ক্যাম্প ১ই, উখিয়া

তারা আরো বলেছেন যে, অনেক দিন হয়ে গেছে তারা শেল্টারের কোনও উপকরণ পাননি। তারা উল্লেখ করেছেন যে কর্তৃপক্ষ, কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক বা মাঝিদেরকে শেল্টারের জন্য নতুন উপকরণের ব্যাপারে জানিয়েছেন, তবে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে সমস্যার সমাধান হতে অনেক দেরী হচ্ছে।

> “কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক আমার সমস্যা জানার জন্য আমার ঘরে এসেছিল। আমি তাকে আমার সমস্যা বলেছিলাম আর সে সেগুলো লিখে নিয়েছিল। তারপরে অনেক সময় পার হয়ে গেছে কিন্তু আমি কোনও সমাধান পাইনি।”
>
> – পুরুষ, ক্যাম্প ২৭ (জাদিমুরা), টেকনাফ

এছাড়াও পুরুষরা শেল্টার কিটের উপকরণ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন তারা ৪০-৬০টি ছোট বাঁশ, ২-৩টি বড় বাঁশ এবং ২টি তেরপল পেয়েছেন, কিন্তু তাদের মতে শেল্টার মেরামতের জন্য তা যথেষ্ট নয়। তারা জানিয়েছেন যে তাদের শেল্টার ঠিকভাবে মেরামতের জন্য ৭-৮টি বড় বাঁশ, আরো বেশি ছোট বাঁশের টুকরো এবং কিছু টাকার প্রয়োজন।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

‘যা জানা জরুরি’ সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।